গরু মোটাতাজাকরণ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

QFL
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

■ ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিদিন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি উচ্চমান সম্পন্ন খাবারের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন সেই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমরা মনে করি সঠিক পদ্ধতিতে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ খামার গড়ে তুললে এদেশের প্রয়োজনীয় মাংসের যোগান দেয়া সম্ভব। দরকার শুধু সঠিক খামার ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে গরুর প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ও গরুর সঠিক পরিচর্যা। গরু মোটাতাজাকরণ নির্দেশিকাটিতে আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যদি আমাদের নির্দেশিকা অনুযায়ী খামার পরিচালনা করা হয় তবে খামারিগণ যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন সেই সাথে এদেশে গরুর মাংস উৎপাদনও দিনদিন বৃদ্ধি পাবে এবং আমিষের ঘাটতি দূর হবে।

■ গরু মোটাতাজাকরণ কি?

গরু মোটাতাজাকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং বলতে কতগুলো গরু বা বাছুরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মাংস বৃদ্ধি করে বাজারজাত করাকেই বুঝায়। সাধরণতঃ ৪/৫টি গরু বা বাছুর নিয়ে বছরের যেকোন সময়ে এ প্রকল্প হাতে নেওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে বিশেষ করে কোরবানী ঈদের আগে এ পদ্ধতিতে গরুর খামার করতে খামারিরা আগ্রহী হন। গরু মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক ব্যবসা এবং মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে এ দেশে গরুর মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। একই সাথে গরুর স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে বছরের যে কোন সময় এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে লাভবান হওয়া সম্ভব।

■ গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে ঝুঁকির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম
- অল্প সময়ে গরু মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রি করা যায়
- অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়
- খুবই স্বল্প সময়ে লাভসহ মূলধন ফেরত পাওয়া যায়
- দেশের প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব
- প্রকল্পটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়
- এই প্রকল্প ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব
- স্থানীয় বাজার থেকে পশু ক্রয় করে প্রকল্পটি শুরু করা যায়

■ প্রকল্প বাস্তবায়ন

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দিতে হবে।

- গরু নির্বাচন
- গরুর ওজন নির্ণয়
- বাসস্থান ব্যবস্থাপনা
- কৃমি মুক্তকরণ ও বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান
- সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ
- দৈনন্দিন পরিচর্যা
- গরু বাজারজাতকরণ

◆ **গরু নির্বাচন ঃ** গরু নির্বাচন মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গরু নির্বাচনে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

- গরু সুস্থ, শারীরিকভাবে নিখুঁত ত্রুটিমুক্ত ও কিছুটা ক্ষীণ স্বাস্থ্যের হবে গরুর বয়স ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে হলে ভাল ফল পাওয়া যাবে
- শংকর জাতের ষাঁড় বাছুর বা দেশী জাতের বড় আকারের ষাঁড় বাছুর কিনতে হবে
- চামড়া ঢিলা, পিঠ চ্যাপ্টা ও সমতল এবং কপাল প্রশস্থ হবে
- মাথা, গলা খাটো ও চওড়া, কাঁধ পুরু ও মসৃণ, কোমরের দুই পাশে প্রশস্থ ও পুরু, এ ধরণের গরুতে মাংস উৎপাদন বেশি হয় বলে মোটাতাজাকরণের জন্য উপযোগী
- হাড়ের জোড়া মোটা, পাঁজরের হাড় মোটা, সামনের পা দুটো খাটো ও শক্ত সামর্থ এ ধরণের গরু নির্বাচন করা উত্তম

◆ **দৈহিক ওজন মাপার পদ্ধতি**

$$\text{ওজন} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য} \times (\text{বুকের বেড়})^২}{৩০০ \times ২.২} \text{কেজি}$$

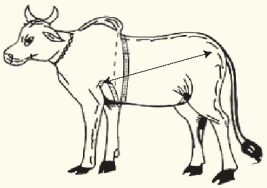

পশুর দৈর্ঘ্য - গরুর লেজের উপরের পিন পয়েন্ট থেকে অথবা পাছার উঁচু হাড় হতে সোল্ডার পয়েন্ট পর্যন্ত ইঞ্চিতে।

বুকের বেড় - সামনের দু' পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর বুকের বেড় ইঞ্চিতে।

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ গরুর বাসস্থান উত্তম ও সঠিক হতে হবে। সাধারণত ঃ অপেক্ষাকৃত, উঁচু ও পরিষ্কার জায়গা বাসস্থান হিসাবে উত্তম। গরুর ঘর বাঁশ, কাঠ, গোলপাতা, ছন, টিন বা টালি দিয়ে তৈরি করা যায়। ঘরে ছাদের উচ্চতা বেশি হওয়া ভাল। এতে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে। ঘরের উচ্চতা ৮-১০ ফুট হতে পারে। প্রতি গরুর জন্য ২৮ বর্গফুট অর্থাৎ ৭ ফুট X ৪ ফুট জায়গা প্রয়োজন।

ঘর দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিম এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হতে হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিক খোলা রাখতে হবে। ঘরের মেঝে পাকা বা ইট বিছানো

হতে হবে এবং একটু ঢালু হওয়া উচিত যাতে পানি সহজেই গড়িয়ে ড্রেনে চলে যেতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল ও সুষ্ঠ হতে হবে। গরুর গোবর এবং খামারের আবর্জনা রাখার গর্ত একটু দূরে খামারের পশ্চিম বা উত্তর দিকে করতে হবে।

কৃমি, উঁকুন, আঠালি মুক্তকরণ এব বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান ঃ বাংলাদেশের আবহওয়া কৃমি ও বিভিন্ন রোগ জীবাণু বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল বিধায় এ দেশের প্রায় ১০০ ভাগ গবাদি পশু কৃমিতে আক্রান্ত থাকে। এ জন্য পশু ক্রয় করার পর অবশ্যই গরুকে কৃমি, উঁকুন, আঠালি নাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাইয়ে যেতে হবে।

কৃমি মুক্ত করণের পর একজন দক্ষ প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শে গরুকে তড়কা, ক্ষুরারোগ, বদলা এবং গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে। টিকা দেওয়ার পূর্বে দেখতে হবে গরু সুস্থ কিনা এবং টিকার মেয়াদ আছে কিনা।

ষাঁড়ের দৈনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- দানাদার খাদ্য - শরীরের ওজনের ১.৫-২%
- শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য - শরীরের ওজনের ২-৩%
- কাঁচা ঘাস - শরীরের ওজনের ৪-৫%

■ খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বিফ ফ্যাটেনিং ফিড কেন খাওয়াবেন?

- বিফ ফ্যাটেনিং ফিড একটি উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন সুষম খাবার
- এই খাবারে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল সুষমভাবে বিদ্যমান রয়েছে
- বিফ ফ্যাটেনিং ফিডে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ ১০০ ভাগ ভেজাল মুক্ত
- এই খাবার সঠিক নিয়ম মেনে খাওয়ালে গরু প্রতি প্রতিদিন গড়ে ০.৫-১ কেজি মাংস বৃদ্ধি পাবে
- এই খাবার খাওয়ালে বাড়তি কোন ভিটামিন, মিনারেল খাওয়ানোর প্রয়োজন পরেবে না ফলে খামারি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন
- বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খামারির আর্থিক লাভের নিশ্চয়তা বিধান করে

■ ম্যাশ ফিড কেন খাওয়াবেন?

- ম্যাশ ফিডের পুষ্টিমান পিলেট ফিডের তুলনায় বেশি অক্ষুণ্ন থাকে এবং দাম তুলনামূলক কম থাকায় খাদ্য খরচ কম/সাশ্রয়ী হয়
- ম্যাশ ফিড পানিতে না ভিজিয়ে শুকনো অবস্থায় খাওয়ালে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়
- গরু যখন ম্যাশ ফিড সরাসরি খায় তখন লালার মাধ্যমে এনজাইম নিঃসৃত হয় যা হজমে সহায়তা করে

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে গবাদি পশুর জন্য পরিমাণ মত সুষম খাদ্য সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাবারের তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও মিনারেলের পরিমাণ সুষমভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। কোয়ালিটি ফিডস কর্তৃক উৎপাদিত বিফ ফ্যাটেনিং ফিডে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরুর প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় অল্প পরিমাণে খাদ্য দিতে হবে এবং ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য একবারে সরবরাহ না করে দিনে ২/৩ বারে দিতে হবে। বিফ ফ্যাটেনিং ফিডের পাশাপাশি গরুকে ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র খেতে দিতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে ইউরিয়া মোলাসেস ষ্ট্র (ইউ.এম.এস) তৈরি করতে হবে-

ইউ.এম.এস প্রস্তুতকরণ (একটি গরুর এক দিনের জন্য)

- শুকনা খড় ১ কেজি
- পানি ৫০০ মিলি
- লালিগুড় বা মোলাসেস ২৫০ গ্রাম
- ইউরিয়া সার ৩০ গ্রাম

প্রথমে ১ কেজি খড় ছোট ছোট করে কেটে একটি পলিথিনের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে। একটি গামলা বা বালতিতে ৫০০ মিলি পানি নিয়ে ইহাতে ৩০ গ্রাম ইউরিয়া সার এবং ২৫০ গ্রাম লালিগুড় মিশাতে হবে। এই মিশ্রণটি একটি ঝাঁঝরিতে নিয়ে খড়ের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ইউ.এম.এস খাওয়ানোর সাবধাণতা-

- এক বছরের কম বয়সের গরুকে খাওনো যাবে না
- অসুস্থ গরু ইউরিয়া অনুমোদিত নয় (কারণ অসুস্থ গরু ইউরিয়া মেটাবলিজম করতে পারেনা)
- প্রথমে সমন্বয় করে অভ্যস্ত করাতে হবে
- প্রতিদিন একটি গরুকে ৩০-৫০ গ্রাম এর বেশি ইউরিয়া সার খাওয়ানো যাবে না
- গরুকে শান্ত পরিবেশে রাখতে হবে
- একাধিক গরুর ক্ষেত্রে ইউ.এম.এস আলাদা করে দিতে হবে
- দুই ভাগ করে দিনে দুইবার খাওয়াতে হবে
- ইউ.এম.এস খাওয়ানোর এক ঘন্টা পূর্ব হতে এক ঘন্টা পর পর্যন্ত গরুকে পানি খাওয়ানো যাবে না (কারণ ইউরিয়া পানিতে দ্রুত দ্রবিভূত হয়ে খাদ্যনালী হতে রক্তে শুষিত হয়ে টক্সিসিটি করবে)

বিফ ফ্যাটেনিং খাদ্যের উপাদানগত আনুপাতিক বিশ্লেষণ (ড্রাই মেটার ভিত্তিতে) ছক নিম্নরূপ

বিষয়	ষাঁড় বিফ ফ্যাটেনিং প্রিমিয়াম ফিড (ম্যাশ/পিলেট)	ষাঁড় বিফ ফ্যাটেনিং ইকোনোমি ফিড (ম্যাশ/পিলেট)
আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ) %	১১	১১
আমিষ (সর্বনিম্ন) %	১৮	১৬.৫
স্নেহ (সর্বনিম্ন) %	৬.৫	৬.২৫
ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	১.৬	১.৬
ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	০.৬৫	০.৬৫
এনএফই (সর্বনিম্ন) %	৪৫.০	৪৫.০
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরি/কেজি)	২৯০০	২৭৯০

■ **ব্যবহৃত উপকরণ ঃ** তিলের খৈল, চিটাগুড়, খেসারি ব্রাণ, ভূট্টা, রাইস পলিস, সয়াবিন মিল, ফুল ফ্যাট সয়াবিন, সরিষার খৈল, ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স, এমাইনো এসিড, লবন, টক্সিন বাইন্ডার, প্রোবায়োটিক, এন্টি অক্সিডেন্ট, ছত্রাক নাশক।

■ **দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ঃ** খামারের গরুকে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে হাঁটাচলার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হলে গরুকে প্রতিদিন অথবা এক-দুই দিন পরপর গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে। গরুকে প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামার প্রতিদিন জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

■ **বাজারজাতকরণ ঃ** বাজারজাতকরণ যে কোন পণ্যের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই গরু মোটাতাজাকরণের পর অবশ্যই সঠিক লাভের বিষয়টি মনে রাখতে হবে, না হয় পুরো প্রকল্পটি ফলপ্রসু হবে না। তাই যে সমস্ত অঞ্চল কিংবা হাট বাজারে গরুর মূল্য বেশি সে

সব স্থানে গরু বাজারজাত করতে পারলে অধিক মুনাফা করা সম্ভব। এছাড়া রাজধানী শহর ঢাকা এবং চট্টগ্রামে গরুর মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, তাই এ সকল স্থানে গরু বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারলে সঠিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। কোরবানী ঈদকে সামনে রেখে গরু বিক্রি করলেও অধিক মুনাফা করা সম্ভব।

বিফ ফ্যাটেনিং ফিড ব্যবহার ও প্রয়োগ বিধি

বিফ ফ্যাটেনিং প্রিমিয়াম ও ইকোনোমি ফিড (পিলেট/ম্যাশ)	
দৈনিক প্রয়োগ	২-৩ বার
দৈনিক প্রয়োগ মাত্রা	দৈহিক ওজনের শতকরা ১.৫-২ ভাগ, দিনে সর্বোচ্চ ৮-৯ কেজি
ব্যবহার কাল	৯ মাস হতে বিক্রয় পর্যন্ত
প্রথমবার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে	কমপক্ষে ১০ দিনে সমন্বয় করে খাওয়াতে হবে, ১ম দিনে নতুন দানাদার খাদ্য ১০% পূর্বের দানাদার খাদ্য ৯০%, ২য় দিনে ২০% ও ৮০%, ৩য় দিনে ৩০% ও ৭০%, ৪র্থ দিনে ৪০% ও ৬০%, ৫ম দিনে ৫০% ও ৫০%, ৬ষ্ঠ দিনে ৬০% ও ৪০%, ৭ম দিনে ৭০% ও ৩০%, ৮ম দিনে ৮০% ও ২০%, ৯ম দিনে ৯০% ও ১০%, ১০ম দিন হতে নতুন খাদ্য ১০০%।

■ সাধারণভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ গরু মোটাতাজাকরণ কোন বয়স হতে শুরু করা যায়?

উত্তর ঃ গরু মোটাতাজাকরণ সাধরণতঃ ৯ মাস বয়সের বাছুর থেকে শুরু করা যায়। তবে ভাল ফলাফলের জন্য ১-২ বছরের গরু নির্বাচন করা উত্তম। দেখুন - গরু নির্বাচন

প্রশ্ন ঃ গরুকে কখন ও কতদিন পরপর কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে?

উত্তর ঃ মোটাতাজাকরণের জন্য গরু ক্রয় করার পরপরই কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। দেখুন - কৃমিমুক্ত করণ

প্রশ্ন ঃ কিভাবে গরুর ওজন নির্ণয় করব?

উত্তর ঃ দেখুন- দৈহিক ওজন মাপার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ বিফ ফ্যাটেনিং ফিডের পাশাপাশি ইউ.এম.এস কতটুকু খাওয়াতে হবে?

উত্তর ঃ দেখুন - খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ ইউ.এম.এস কিভাবে তৈরি করব?

উত্তর ঃ দেখুন - খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ গরুকে সরাসরি ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে কিনা?

উত্তর ঃ গরুকে সরাসরি ইউরিয়া খাওয়ানো উচিৎ নয়। কেননা অতিরিক্ত ইউরিয়া খাওয়ালে বিষক্রিয়ায় গরু মারা যেতে পারে। সে জন্য ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে খাওয়ানোই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থানা

প্রশ্ন ঃ বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খাওয়ালে অন্য কোন দানাদার/মিশ্র খাদ্য খাওয়াতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ বিফ ফ্যাটেনিং ফিড একটি সুষম খাবার বিধায় গরুকে অন্য কোন দানাদার/মিশ্র খাদ্য খাওয়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ বিফ ফ্যাটেনিং ফিড একটি গরুকে দৈনিক কতটুকু খাওয়াতে হবে?
উত্তর ঃ দেখুন - খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ গরুকে অতিরিক্ত ভিটামিন ও মিনারেল খাওয়াতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ বিফ ফ্যাটেনিং ফিডে গরুর চাহিদার পুরোপুরি ভিটামিন ও মনারেল পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত ভিটামিন ও মিনারেল খাওয়ানোর কোন প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ সবুজ ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকলে ফিফ ফ্যাটেনিং ফিড কতটুকু খাওয়াতে হবে?

উত্তর ঃ গরু মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনার যে চার্ট দেওয়া হয়েছে আপনি যদি তার চেয়েও বেশি পরিমাণে সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারেন সেক্ষেত্রে বিফ ফ্যাটেনিং ফিড চার্টে উল্লেখিত পরিমাণের চেয়ে ১০-১৫% কম সরবরাহ করলেও ভালো ফলাফল পাবেন। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থাপনা চার্ট

প্রশ্ন ঃ সবুজ ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে কি করব?
উত্তর ঃ খাদ্য সরবরাহের চার্ট অনুযায়ী সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করতে না পারলে চার্টে উল্লেখিত হারে ইউ.এম.এস খাওয়াতে হবে এবং বিফ ফ্যাটেনিং ফিড পরিমাণে ১০-১৫% বাড়াতে হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর টেকনিক্যাল অফিসারদের সংঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। দেখুন- খাদ্য সরবরাহের চার্ট

প্রশ্ন ঃ গরুকে দিনে কতবার বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খাওয়াতে হবে?
উত্তর ঃ গরুকে বিফ ফ্যাটেনিং ফিড দিনে ২/৩ বারে খাওয়ালে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে গরুকে একবারে সর্বোচ্চ ২.৫ কেজি বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খাওয়ানো যাবে। দেখুন- খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন ঃ গরুকে বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খাওয়ালে দৈনিক গড়ে কতটুকু মাংস/ওজন বৃদ্ধি পাবে?
উত্তর ঃ আমাদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে গরুকে বিফ ফ্যাটেনিং ফিড খাওয়ালে দৈনিক গড়ে ০.৫ কেজি হতে ১.০ কেজি মাংস/ওজন বৃদ্ধি পাবে। দেখুন- বিফ ফ্যাটেনিং ফিড কেন খাওয়াবেন?

প্রশ্ন ঃ খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যেকোন পরামর্শের জন্য কোথায় যোগাযোগ করব?
উত্তর ঃ আপনার নিকটস্থ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর আঞ্চলিক অফিস অথবা নিকটস্থ ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

হেড অফিস : বাড়ী ১৪, রোড ৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন : ওভারসিস: +৮৮-০২-৪১০৯০৩৯০, লোকাল: +৮৮-০৯৬৭৮১১১৫৫৫

Email : info@qfl.com.bd, Web: www.qfl.com.bd

ফ্যাক্টরী: শিরিরচালা, বাঘের বাজার, গাজীপুর

: জামুন্না, শাহজাহানপুর, বগুড়া

: কাথম, নন্দীগ্রাম, বগুড়া